ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কোন অভিনেতার কারণে 'বাজিরাও মাস্তানি' ছেড়েছিলেন ঐশ্বরিয়া?

পৃঃ ৫

শচীনকে টপকে কোহলির নতুর রেকর্ড

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৫৬ ● কলকাতা ● ২৯ ভাদ্র, ১৪৩০ ● শনিবার ● ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

মুখ পুড়ল পার্থর!

'কোনও বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে না' সাফ জানিয়ে দিল আদালত, হতাশ প্রাক্তন মন্ত্রী

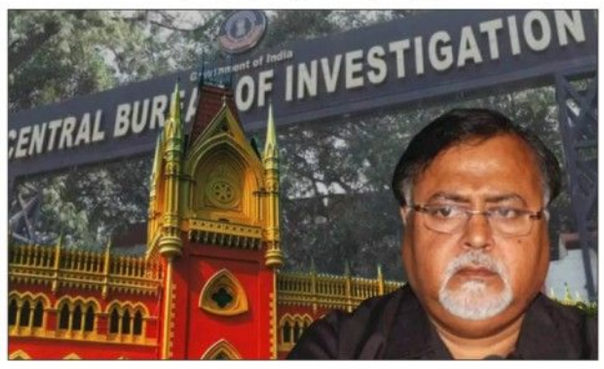

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে ধৃত রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের শুনানির জন্য তারিখ চেয়েছিলেন তাঁর আইনজীবী। কিন্তু সেই আর্জি খারিজ করে দিলেন বিচারক। সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, 'আদালতের চোখে সবাই সমান। কাউকে আলাদা সুবিধা দেওয়া হবে না।'এদিকে এদিন সুরেশ ভট্টাচার্যের আইনজীবী সঞ্জয় দাশগুপ্ত আদালতে জানান, মিনিয়ার রোগে ভুগছেন সুবীরেশ। কানে সবসময় ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়। মাঝেমধ্যেই ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যান তিনি। সাধারণ হাসপাতালে এর চিকিৎসা হয় না। সেই সঙ্গে তিনি বলেন, তাঁর মক্কেল কোনওরকম 'ম্যানিপুলেশন'-এর সঙ্গে যুক্ত নন। তাই সুবীরেশের জামিনের আর্জি জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী। যদিও রায়দান স্থগিত রয়েছে। এদিন শান্তিপ্রসাদ সিনহার জামিনের আর্জিও জানিয়েছেন আইনজীবী। শুক্রবার আলিপুরের বিশেষ আদালতের নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের শুনানি ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেখানেই তাঁর জামিনের আবেদন করেন পার্থর আইনজীবী। জামিনের শুনানির জন্য আলাদা করে তারিখ চান। কিন্তু বিচারক সাফ জানিয়ে দেন, 'আদালতের

এরপর ৩ পাতায়

স্ত্রীর শ্রাদ্ধ, 'কালীঘাটের কাকু'কে

১৬ দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বহুজাতিক বস্ত্র শিল্প সংস্থা জারা-র সঙ্গে বৃহস্পতিবার মাদ্রিদে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জারা বাংলায় একটি উতপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার আগ্রহ দেখিয়েছে। শুক্রবার স্পেনের বণিক সভা ও সরকারের শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার শিল্প সম্ভাবনার ছবিটা তুলে ধরতে চাইলেন ।পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, বাংলায় শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের ব্যাপারে সরকার সবরকম সাহায্য করে ঠিক, কিন্তু শিল্প সংস্থার কাজে নাক গলায় না। এ ব্যাপারে শিল্প সংগঠন ও বণিক সভাগুলিকে নিয়ে একটি কমিটি রয়েছে। তারাই এর ব্যবস্থাপনা দেখেন। বাংলায় যে বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার, এদিন মাদ্রিদে সেটাই ছোট আকারে আয়োজন করা হয়েছিল (ঝড়ধরহ ঞড়ঁৎ)। মাদ্রিদে সেই বিজিবিএসের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, স্পেনের সাংস্কৃতিক বাতাবরণ ও মানুষের পছন্দ-অপছন্দের সঙ্গে কলকাতা তথা বাংলার মিল রয়েছে। স্পেনের মানুষ শিল্প সংস্কৃতি, ফুটবলের গুণগ্রাহী। বাংলাতেও তাই। অর্থাত মনের মিল রয়েছে। সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত রয়েছে। এবার তা শিল্পক্ষেত্রে সহযোগিতাতেও প্রসারিত হোক।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বোঝোনোর চেষ্টা করেন যে বাংলায় ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ রয়েছে। প্রচুর দক্ষ শ্রমিক রয়েছে। বাংলায় সামগ্রিক ভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত । সমুদ্র বন্দর, বিমান বন্দর থেকে শুরু করে সড়ক পথে যোগাযোগের সুব্যবস্থা রয়েছে। তা ছাড়া সরকার একটি গভীর সমুদ্র বন্দরও গড়ে তুলতে চাইছে।

এরপর ৩ পাতায়

গরিবের টাকা মেরে ছেলেখেলা',

রাজ্যকে ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

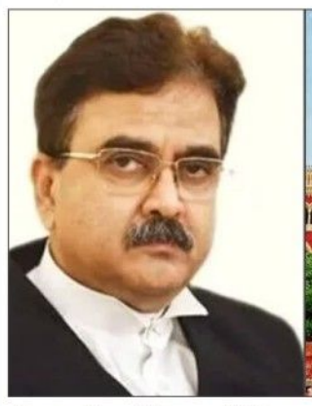

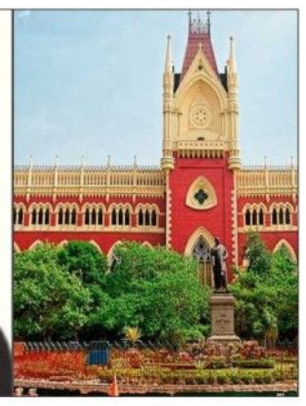

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সমবায় দুর্নীতির তদন্ত নিয়ে শুক্রবার রাজ্য সরকার তীব্র ভতর্সনা করলেন বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় । আলিপুর দুয়ারের ওই সমবায়ে প্রায় ২১ হাজার সদস্য রয়েছে। গরিবদের থেকে টাকা তুলে সেই টাকা কাদের ঋণ দেওয়া হয়েছে তার কোনও হদিশ নেই। ঋণগ্রহীতাদের কোনও তালিকা পাওয়া যায়নি। যাঁরা ঋণের নামে টাকা নিয়েছেন, তাঁরা সেই টাকা ফেরত দেননি মনে করছে আদালত। সেই কারণেই এদিন গরিবের টাকা মারা যাওয়ার কথা বলেছেন বিচারপতি। সেই সঙ্গে এই কেলেঙ্কারির তদন্তের উপর তিনি নজর রাখবেন ও মামলা শুনবেন ।আলিপুরদুয়ারে একটি সমবায় গোষ্ঠীতে অন্তত ৫০ কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে গত ২৪ অগস্ট একযোগে সিবিআই এবং ইডিকে তদন্তে নামার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই নির্দেশ কার্যকর হয়নি। সিবিআইয়ের কাছে সিআইডি মামলার নথি হস্তান্তর করেনি। উল্টে আগের নির্দেশ পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করেছে সিআইডি। তা নিয়ে চরম বিরক্তি প্রকাশ করে বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় এদিন নির্দেশ দিয়েছেন, রাজ্যকে ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

এরপর ৩ পাতায়

ভগবতপ্রিয় মানুষের জন্য

আনন্দময় দিব্যপুরুষ শ্রীসমীরেশ্বরের দিব্যভাবনা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর

চরণ পাদুকা

দর্শন ও স্পর্শ করার দুর্লভ সুযোগ

সন্ন্যাস গ্রহণের পর নবদ্বীপে এসে যে চরণ পাদুকা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে দিয়ে গিয়েছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, শীঘ্রই সেই চরণ পাদুকা দর্শন-প্রণাম-স্পর্শ করার সুযোগ লাভ করতে পারবেন আপনিও।

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ রবিবার

বেলা ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, তালপুকুর, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা-৭০০ ১৩১।

মো ঃ ৯৮৮৩৬৯০৩৮৩ / ৯৭৪৮৯ ১৬০৪০

ট্রেনে গেলে— বনগাঁ শাখায় বিশরপাড়া-কোদালিয়া স্টেশনে নেমে পূর্ব দিকে হাঁটা পথ।

বাসে গেলে— যশোহর রোড হয়ে বারাসাতগামী বাসে মাইকেলনর বাস স্টপেজ নেমে ১৫ মিঃ

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

ভর্তি চলছে

● ২০২৪শিক্ষাবর্ষের নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন ৬ই ডিসেম্বর বুধবার ২০২৩ থেকে শুরু হবে।

● আসন সংখ্যা সীমিত।অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময়- সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা।

যোগাযোগ-

9083249944 / 9083249933 / 9083249922

প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দুষ্কৃতীদের ধাওয়া,

রানাঘাটের সেই পুলিশকর্মীকে বীরের সম্মান দেবে রাজ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নদিয়ার রানাঘাটে সোনার দোকানে ডাকাতিতে যিনি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দুষ্কৃতীদের ধাওয়া করেছিলেন ও গুলি চালিয়ে ধরেছিলেন, সেই পুলিশ আধিকারিককে বীরত্বের সম্মানে ভূষিত করবে রাজ্য। মাদ্রিদেই ডিরেক্টর সিকিউরিটি পীযূষ পাণ্ডেকে এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রানাঘাটের ডাকাতিতে সেই সময়ই চারজন ধরা পড়ে। এর মধ্যে দুজন গুলিবিদ্ধ ছিল। ধৃতরা বিহারের বৈশালী ও ছাপড়া জেলার বাসিন্দা। পুরুলিয়ার ক্ষেত্রেও যে ঝাড়খণ্ডের বোকারোতে বসে ব্লুপ্রিন্ট হয়েছিল, সেটাও প্রায় স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ, ভিন রাজ্য থেকে কীভাবে গ্যাং এসে অসামাজিক কাজ করছে, তা চিহ্নিত করতে হবে। কাউকে রেয়াত করা যাবে না। পীযূষ পাণ্ডেকে তেমনই বলেছেন তিনি। এসপিজির এই প্রাক্তন সদস্য ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিদেশ সফরে রয়েছেন নিরাপত্তা বিভাগের আরেক আইপিএস মনোজ ভার্মাও।পাশাপাশি বিহারের গ্যাং কীভাবে বাংলায় ঢুকে এমন দুঃসাহসিক ডাকাতি করতে পারে, তার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশও দিয়েছেন। পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের জানিয়ে দিয়েছেন, কেউ যেন ছাড়া না পায়, প্রত্যেককেই ধরতে হবে।

উল্লেখ্য, গত ২৯ আগস্ট দুপুরে রানাঘাট ও পুরুলিয়ায় প্রায় একই সময়ে একই কায়দায় সোনার বিপণিতে ফিল্মি কায়দায় ভয়াবহ ডাকাতি করে দু'টি গ্যাং। রানাঘাটের ক্ষেত্রে দুষ্কৃতীরা নিরাপত্তারক্ষীদের আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ডাকাতি করে, শোরুমের কর্মীকে বন্দুকের বাঁট দিয়েও মারে। তবে রেললাইন ধরে পালানোর সময় পুলিশ ধাওয়া করে চারজনকে ধরে ফেলে। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, বিরাট চেহারার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর রতনকুমার রায় হাতে পিস্তল উঁচিয়ে তাড়া করছেন দুষ্কৃতীদের। মূলত রতনবাবুর জন্যই উদ্ধার হয় ডাকাতির সামগ্রী। পুলিশ দিবসে রতনবাবু ছাড়াও সংবর্ধিত করা হয় রানাঘাট থানার আইসি সঞ্জীব সেনাপতি, দুই সাব ইন্সপেক্টর আলতাব হোসেন, জয়ন্ত ঠাকুর এবং আরও এক এএসআই মলয়কুমার সাহাকে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে চাইছেন, বীরত্বের সম্মানে সম্মান জানাতে। এটাও স্পষ্ট যে, স্পেনে বসেও বাংলার প্রশাসনে সতর্ক নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডেল টেকনোলজি এবং এলিয়েনওয়্যার ভারতের

কলকাতা শহরে দ্বিতীয় গেমিং এক্সপিরিয়েন্স স্টোর চালু করলো

- নতুন স্টোরটিতে সৃজনশীল ডিজাইনের উপাদান যেমন একটি যুদ্ধ অঞ্চল, একটি আনুষাঙ্গিক অঞ্চল এবং পণ্য প্রদর্শনের সাথে একটি নিমজ্জিত গেমিং এবং কেনাকাটার অভিজ্ঞতা থাকবে
- সর্বশেষ গেমিং শিরোনাম উপভোগ করার জন্য সীমাহীন অ্যাক্সেস সহ বিনামূল্যে প্রবেশ এই স্টোর কে গেমারদের জন্য চূড়ান্ত গন্তব্য করে তোলে

কলকাতা, ভারত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩: নিউজ সারাদিন : ডেল টেকনোলজিস এবং এলিয়েনওয়্যার আজ ভারতে দ্বিতীয় গেমিং এক্সপেরিয়েন্স স্টোর উন্মোচন করলো। এটি কলকাতার ই-মলে অবস্থিত। স্টোরটি অত্যাধুনিক ডিজাইন বৈশিষ্ট্য, ইন্টারেক্টিভ জায়গা এবং গেমারদের একটি নিমগ্ন অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য পণ্য প্রদর্শনের একটি নিখুঁত মিশ্রণ। নতুন স্টোরটি ভারতীয় গেমিং সম্প্রদায়ের প্রতি ডেল-এর প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করে এবং তাদের সর্বশেষ ডিভাইসগুলির সাথে প্রথম-শ্রেণীর অভিজ্ঞতা প্রদান করে। রাজ কুমার ঋষি, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কনজিউমার অ্যান্ড স্মল বিজনেস, ডেল টেকনোলজিস ইন্ডিয়া এবং অতুল মেহতা, সিনিয়র ডিরেক্টর এবং জেনারেল ম্যানেজার, ইন্ডিয়া কনজিউমার চ্যানেল, ডেল টেকনোলজিস ইন্ডিয়া, স্টোরের উদ্বোধন করেন।

রাজ কুমার ঋষি, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর, কনজিউমার অ্যান্ড স্মল বিজনেস, ডেল টেকনোলজিস ইন্ডিয়া, বলেন, "ভারতে গেমিং ইন্ডাস্ট্রি ক্রমবর্ধমান এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন ও কর্মজীবনের উপায় হয়ে উঠছে। ডেল এবং এলিয়েনওয়্যার গেমিং অভিজ্ঞতার বিকাশ এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে সর্বদা এগিয়ে রয়েছে। "কলকাতার নতুন গেমিং এক্সপেরিয়েন্স স্টোর এলিয়েনওয়্যার ব্র্যান্ডের উত্তরাধিকারকে আরও শক্তিশালী করে, পাশাপাশি এটিকে ই-স্পোর্টস গেম লিগ এবং গেমিং উৎসাহীদের জন্য একটি গন্তব্য করে তোলে।"

দিল্লির গেমিং এক্সপেরিয়েন্স স্টোরের মতোই, কলকাতার গেমিং এক্সপেরিয়েন্স স্টোর তার সৃজনশীল ডিজাইন বৈশিষ্ট্য এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগুলিকে একত্রিত করে খেলোয়াড়দের নিমগ্ন গেমিংয়ের আকর্ষণীয় জগতে নিমজ্জিত করতে। "ব্যাটল জোন" হল সেই জায়গা যেখানে খেলোয়াড়রা ল্যাপটপ, ডেস্কটপ এবং আনুষাঙ্গিক সহ সমগ্র গেমিং ইকোসিস্টেম পরীক্ষা করার সময় যুদ্ধে লিপ্ত হবে।

কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চলের গেমারদের এখন শহরে একটি নতুন গন্তব্য হয়েছে যেখানে তারা সর্বশেষ শিরোনামগুলিতে সীমাহীন অ্যাক্সেস উপভোগ করার জন্য একটি আরামদায়ক পরিবেশ সহ একটি ভবিষ্যত পরিবেশ পাবে। এই সমস্ত কিছুই গেমারদের মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে, এক জায়গায় একটি সম্পূর্ণ গেমিং ইকোসিস্টেম তৈরি করা হয়েছে।

আজই আমাদের দোকানে আসুন: ই-মল, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রিট, বউবাজার, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭২।

সামনে শায়িত বাবার দেহ,

বুক উঁচিয়ে কাশ্মীরে শহিদ কর্নেলকে স্যালুট খুদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সামনেই শোওয়ানো বাবার দেহ। শেষবারের মতো তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছবছরের ছোট্ট শিশু। বাবার মতোই তার পরনে সেনার সেই জলপাই উর্দি। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে স্যালুট করছে শহিদ বাবাকে। এমনই দৃশ্য দেখা গেল পাঞ্জাবের মোহালিতে। যা দেখে চোখে জল গোটা দেশের। মাত্র ৯ সেকেন্ডের ভিডিওটি যেন অনন্ত লড়াই ও বলিদানের গাথা রচনা করে দিল।এদিকে, মাত্র দুমাস আগেই কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছিলেন মেজর অশোক ধনচাক। সদ্যোজাতের মুখ দেখেই কাজে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তিনি। অক্টোবর মাসে ফের বাড়িতে ফিরবেন বলে কথা দিয়েছিলেন পরিবারকে। তার আগেই জঙ্গিদের গুলিতে তাঁর জীবনদীপ নিভে যায়। একমাত্র ভাইকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েছেন অশোকের বোনরা। এদিন তাঁর দেহ পৌঁছয় পানিপতে। শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় শহিদ মেজরের গ্রাম বিনঝোলে। তাঁর শেষযাত্রায় শামিল হয় হাজার হাজার মানুষ।গত বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে ভয়াবহ গুলির লড়াই হয় সন্ত্রাসবাদীদের। কর্তব্যের খাতিরে ও দেশের সুরক্ষায় জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াইয়ে শহিদ হন ভারতীয় সেনার মেজর অশোক ধনচাক, কাশ্মীর পুলিশের ডিএসপি হুমায়ুন ভাট ও কর্নেল মনপ্রীত সিং। শুক্রবার শহিদ কর্নেল মনপ্রীত সিংয়ের মরদেহ নিয়ে আসা হয় পাঞ্জাবের মোহালি জেলার মুল্লানপুরে। শহিদের শেষযাত্রায় কার্যত জনপ্লাবন হয় গোটা এলাকায়। দাহ করার আগে নিজের বাড়িতে রাখা হয় মনপ্রীতের দেহ। সেখানেই জলপাই উর্দি পরে বাবাকে স্যালুট জানায় ছবছরের শিশু। যা দেখে চোখে জল গোটা দেশের। শহিদ মনপ্রীত সিংয়ের দুবছরের ছোট্ট এক মেয়েও রয়েছে।

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল

সংঘাতে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট, তৈরি হবে সার্চ কমিটি

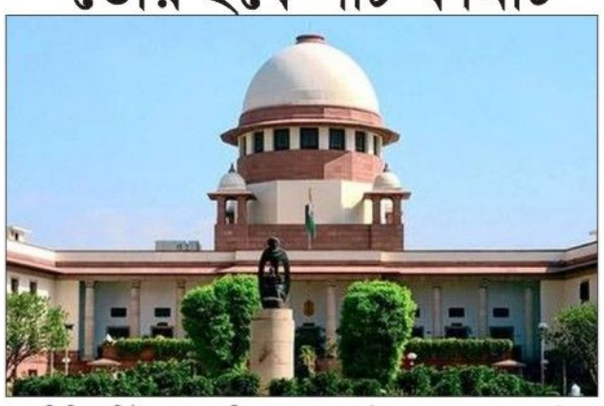

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : আর একতরফা স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নয়। এই ইস্যুতে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট। এবার স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগে সার্চ কমিটি গঠন করে দেবে খোদ সর্বোচ্চ আদালত। ওই কমিটিতে থাকার জন্য রাজ্য, রাজ্যপাল এবং ইউজিসিকে কমপক্ষে ৩-৫জন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করার কথা বলা হয়েছে। সওয়াল জবাব শোনার পর সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, 'আপনাদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতেই পারে। ব্যক্তিগত সম্মান বা ইগো ভুলে যান। আমাদের উদ্বেগের বিষয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রছাত্রীরা। আপনি সহযোগিতা না করলে সমস্যার জট কাটবে না।' এরপর সুপ্রিম কোর্টের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় আর একতরফা উপাচার্য নিয়োগ করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্টের তরফে গঠন করে দেওয়া হবে সার্চ কমিটি। তিনটি আলাদা প্যানেল থেকে একটি সার্চ কমিটি গঠন করবে সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করবে এই কমিটি। এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে খুশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘনিষ্ঠ মহলে সন্তোষপ্রকাশ করেছেন তিনি। সর্বোচ্চ আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন বাংলার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও। আগামী সাতদিনের মধ্যে নাম পাঠাতে হবে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে

এরপর ৩ পাতায়

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

মিথিলা শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রণী :

অধ্যাপক ড. কুমার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নয়াদিল্লি দেশের সুপরিচিত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক যোগেশ কুমার বলেছেন যে মিথিলা শিক্ষার ক্ষেত্রে একজন নেতা। এখানে অনেক মহান ব্যক্তিত্ব এসেছেন। প্রফেসর কুমার গতকাল এখানে বিখ্যাত সমাজকর্মী শ্রী অরবিন্দ পাঠকের সাথে সাক্ষাতের সময় একথা বলেন। শ্রী পাঠক তার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন। এ সময় অধ্যাপক কুমার বলেন, মিথিলা শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগামী। এখানে অনেক মহান ব্যক্তিত্ব এসেছেন। এই উপলক্ষে, শ্রী পাঠক তাকে মিথিলায় অবস্থিত মা জানকী এবং অন্যান্য দেব-দেবীর জন্মস্থান পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। শ্রী পাঠক পরে ড. সঞ্জয় শ্রীবাস্তব, হরিয়ানার রচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং নয়ডার জে.এস.এস-এর সাথে দেখা করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অমরজিৎ সিং এর সাথেও দেখা করেন। এর আগে, শ্রী পাঠক কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রাক্তন মহাপরিচালক ডঃ এন কে মোহান্তি এবং আরও অনেক বুদ্ধিমান লোকের সাথে বিহার এবং দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেছেন।

ডেঙ্গু সচেতনতায় দুয়ারে দুয়ারে

ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর দুলাল সরকার

মালদা: নিউজ সারাদিন : বর্ষা শুরু হতেই রাজ্যে জুড়ে ক্রমশ বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ। ইতিমধ্যেই ডেঙ্গি মোকাবিলার জন্য রাজ্যের সমস্ত পুরসভাকে সতর্ক করেছে স্বাস্থ্য দফতর। সেই মর্মে বিভিন্ন এলাকায় পুরসভার তরফে ডেঙ্গি সচেতনতার জন্য ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছে।

মালদহ শহরের ইংরেজবাজার পুরসভার তরফেও ডেঙ্গু মোকাবিলার জন্য বাড়তি সতর্কমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সকালে পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দুলাল সরকার

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

গরিবের টাকা মেরে ছেলেখেলা', রাজ্যকে ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানার নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

দু'সপ্তাহের মধ্যে এই অর্থ জমা করতে হবে কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল কাছে।অসন্তোষের সঙ্গে বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায় এদিন তাঁর পর্যবেক্ষণে এও বলেছেন, 'গরিবের টাকা মেরে আপনারা ছেলেখেলা করছেন? কারা এই টাকা নিয়েছে সিআইডি এতদিনেও জানে না। কিন্তু আমি জানি'।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এদিন এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, সিআইডির কাছ থেকে সিবিআই এর হাতে তদন্তভার ৩ দিনের মধ্যে তুলে দিতে হবে। তার পর ৩ দিনের মধ্যে এই তদন্ত শুরু করতে হবে সিবিআইকে। সেই সঙ্গে তদন্ত শুরু করতে ইডিকেও। কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশ কার্যকর না হলে এবার স্বরাষ্ট্র সচিবকে তলব করা হবে। এ ব্যাপারে রেজিস্ট্রারকেও নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।আলিপুরদুয়ারে সমবায় প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ অনেক দিনের। কিন্তু তা নিয়ে তদন্ত বিশেষ এগোয়নি। এ ব্যাপারে রাজ্যের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইডিকেও এদিন ভতর্সনা করেছেন বিচারপতি। তাঁর পর্যবেক্ষণে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'তিন বছর ধরে তদন্ত করে কী পরিণাম হল? এত বড় আর্থিক দুর্নীতি, অথচ সিআইডি কোনও রাঘববোয়ালের হদিশই দিতে পারেনি। উল্টে চুনোপুটিদের অভিযুক্ত করেছে'।

১-ম পাতার পর

বাংলায় শিল্প সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে স্পেনের বাণিজ্য মঞ্চে বিনিয়োগ টানার চেষ্টায় মমতা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানান, বাংলায় পর্যাপ্ত বিদ্যুত উতপাদন হয়। সরবরাহ ব্যবস্থাও উন্নত। তা ছাড়া এশিয়ার বৃহত্তম কয়লা খনি দেউচা পাচামিও রয়েছে রাজ্যে। সেই সঙ্গে সরকার সুনির্দিষ্ট জমি নীতি নিয়ে রেখেছে। কোথায় কোথায় শিল্পের জন্য জমি দেওয়া যেতে পারে তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এ জন্য ল্যান্ড ব্যাঙ্কও তৈরি হয়েছে।

এদিনের শিল্প সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া শিল্পপতিরাও বাংলার সম্ভাবনার কথা বলেন। ইমামি গোষ্ঠী ও সঞ্জীব আর পি গোয়েঙ্কা গোষ্ঠীর দুই তরুণ প্রজন্ম যথাক্রমে আদিত্য আগরওয়াল ও শাশ্বত গোয়েঙ্কা বাংলায় তাঁদের 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেসের' অভিজ্ঞতার কথা জানান।

নভেম্বর মাসে কলকাতায় বিজিবিএসের অধিবেশন বসবে। সেই শিল্প সম্মেলনে স্পেনের বণিক সভা ও শিল্প সংস্থাগুলিকে এদিন আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

১-ম পাতার পর

মুখ পুড়ল পার্থর! 'কোনও বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে না' সাফ জানিয়ে দিল আদালত, হতাশ প্রাক্তন মন্ত্রী

চোখে সবাই সমান, কাউকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে না। যে রকম তারিখ নির্ধারিত রয়েছে, সেরকম ভাবেই শুনানি হবে।' জানা গিয়েছে, এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের জুলাই মাসে গ্রেফতার করা হয় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে। তাঁর বান্ধবীর ফ্ল্যাট থেক উদ্ধার হয় কোটি কোটি টাকা। তারপর থেকে জেলেই রয়েছেন তিনি। গত ৮ সেপ্টেম্বরও পার্থর জামিনের আবেদন করা হয়। কিন্তু তা খারিজ হয়ে যায়।প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের গ্রেফতারির পর একের পর এক গ্রেফতার হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন উপদেষ্টা অশোক সাহা, এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবীরেশ ভট্টাচার্য, এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহা-সহ আরও বেশ কয়েকজনকে।

মমতার ৭০ হাজারের পালটা ১ লক্ষ টাকা

পুজো অনুদান ঘোষণা বিজেপির, মানতে হবে ২টো শর্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্গাপুজোয় রাজনীতিকরণে বাঙালি মোটামুটি অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে। প্রতি বছর বাড়ছে রাজ্য সরকারের অনুদানের পরিমাণ। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পুজো মণ্ডপের চারিদিকে বাড়ছে মুখ্যমন্ত্রীর ছবির সংখ্যা। রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে এবার সেই প্রতিযোগিতায় নামতে চলেছে বিজেপিও। রাজ্যের পুজোগুলিকে ১ লক্ষ টাকা করে অনুদান দিতে চলেছে তারা।বিজেপির এই পরিকল্পনা কতটা বাস্তবায়িত হবে তা নিয়ে সন্দিহান অনেকেই। কারণ, প্রধানমন্ত্রীর ছবি ও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ব্যানার দিয়ে মণ্ডপের চারিদিক সাজালে। সেই পুজো অবধারিতভাবে তৃণমূলের রোষানলে পড়বে। ফলে রাজ্য সরকারের তরফে পাওয়া যাবতীয় সুযোগ সুবিধা হারাতে হবে। সঙ্গে পুজোর অনুমতি নিয়েও ঝামেলা হতে পারে। বিজেপি নেতাদের পুজোর বাইরে অন্য কেউ বিজেপির প্রস্তাব গ্রহণ করার সাহস দেখাবেন না বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিজেপি সূত্রে যদিও খবর, বিজেপি নেতাদের পুজোগুলিকে অনেক ক্ষেত্রেই বঞ্চিত করছে রাজ্য সরকার। তাদের জন্যই এই ব্যবস্থা। তবে অন্য কেউ চাইলে এই প্রস্তাব গ্রহণ করতেই পারেন। অনুদানের টাকা দিল্লি থেকে এনে দেওয়ার দায়িত্ব বর্তেছে সাংসদ ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ওপরে।বিজেপি সূত্রের খবর, রাজ্যের বিভিন্ন পুজো কমিটিকে রাজ্য সরকারের মতো অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। এব্যাপারে রাজ্য বিজেপিকে নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। দুর্গাপুজো ঘিরে বাঙালির উন্মাদনাকে কাজে লাগিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এজন্য পুজো কমিটিগুলিকে ১ লক্ষ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে বিজেপি সূত্রে। তবে মানতে হবে ২টো শর্ত। প্রথমত, পুজো কমিটিতে বিজেপি নেতাদের জায়গায় দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, পুজো মণ্ডপের চারিদিক সাজাতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের সাফল্যের ব্যানার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি দিয়ে। এই ২ শর্ত মানলেই ১ লক্ষ টাকা করে পাবে পুজো কমিটিগুলি।

প্রধানমন্ত্রী ১৭ সেপ্টেম্বর দ্বারকায় 'যশভূমি'-র উদ্বোধন করবেন

নতুন দিল্লি, ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : দেশে সভা, সম্মেলন এবং প্রদর্শনী আয়োজনের ক্ষেত্রে বিশ্বমানের পরিকাঠামো গড়ে তোলায় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের বাস্তবায়নে গতি আনবে দ্বারকায় ভারত আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও প্রদর্শন কেন্দ্র 'যশভূমি'। প্রকল্পটি রূপায়িত হয়েছে মোট ৮.৯ লক্ষ বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে। নির্মাণ এলাকা ১.৮ লক্ষ বর্গ মিটার। যশভূমি বিশ্বের বৃহত্তম সম্মেলন ও প্রদর্শন কেন্দ্রগুলির মধ্যে জায়গা করে নেবে। মূল সম্মেলন কেন্দ্রটি আড়ে-বহরে ৭৩ হাজার বর্গ মিটার। সেখানে থাকছে মূল প্রেক্ষাগৃহ, বিশাল বিনোদন কক্ষ সহ মোট ১৫ টি কক্ষ। মোট আসন সংখ্যা ১১ হাজার। দেশে সংবাদ মাধ্যমের জন্য বৃহত্তম এলইডি প্রদর্শন ব্যবস্থাপনা থাকছে এখানে। মূল প্রেক্ষাগৃহে আসন সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার। সেখানকার গোটা প্রক্রিয়াটির মধ্যে রয়েছে উদ্ভাবনের ছোঁয়া এবং তা স্বয়ংক্রিয়। প্রেক্ষাগৃহের মেঝেটি প্রয়োজন মতো সমতল কিম্বা গ্যালারির আকারে রূপান্তরিত করে নেওয়া যেতে পারে। এখানকার কাঠের মেঝে এবং অ্যাকাউস্টিক্স অতিথিদের বিশ্বমানের অনুষ্ঠানের স্বাদ এনে দেবে। বিনোদন কক্ষ বা গ্র্যান্ড বলরুমের ছাদ সুসজ্জিত। এই বলরুমে প্রায় ২ হাজার ৫০০ অতিথির জায়গা হবে। এরই সঙ্গে থাকছে একটি খোলা পরিসর-যেখানে ৫০০ জন বসতে পারেন। ৮ টি তলে ছড়িয়ে রয়েছে ১৩ টি কক্ষ।

যশভূমিতে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম প্রদর্শনী কক্ষও থাকছে। ১.৭ লক্ষ বর্গ মিটার জুড়ে তৈরি হওয়া এই পরিসরে প্রদর্শনী কিম্বা বাণিজ্য মেলার আয়োজন হতে পারে। এরসঙ্গে থাকছে একটি সুসজ্জিত পরিসর, যেখানে রয়েছে সংবাদ মাধ্যমের জন্য কক্ষ, ভিভিআইপি লাউঞ্জ, অভ্যর্থনা কেন্দ্র, টিকিট কাউন্টার ইত্যাদি। গোটা এলাকাটি সাজিয়ে তোলা হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। পাশাপাশি জোর দেওয়া হয়েছে পরিবেশ রক্ষার ওপরেও। থাকছে আধুনিক বর্জ্য জল প্রক্রিয়াকরণ ও বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা। ছাদে থাকছে সোলার প্যানেল। এই চত্বর সিআইআই-এর ইন্ডিয়ান গ্রীণ বিল্ডিং কাউন্সিলের গ্রীণ সিটিজ প্ল্যাটিনাম শংসাপত্র পেয়েছে।

যশভূমি দ্বারকা সেক্টর ২৫-এর নতুন মেট্রো স্টেশনের মাধ্যমে দিল্লি এয়ারপোর্ট মেট্রো এক্সপ্রেস লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকছে।

এই রেলপথে দিল্লি মেট্রোর গতিবেগ প্রতি ঘন্টায় ৯০ কিলোমিটার থেকে বাড়িয়ে ১২০ কিলোমিটার করা হবে। নতুন দিল্লি থেকে যশভূমিতে পৌঁছতে লাগবে প্রায় ২১ মিনিট।

৪ কোটি পঞ্চপ্রাণ শপথ; ২ লক্ষেরও বেশি বীর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন;

২ লক্ষ ৬৩ হাজার অমৃত বাতিকার নির্মাণ

নতুন দিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : দেশের জন্য যেসব বীর আত্মবিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে চলতি বছরের ৯ অগাস্ট দেশজুড়ে 'মেরি মাটি মেরা দেশ' প্রচারাভিযানের সূচনা হয়েছে। এই প্রচারাভিযান হল ১২ মার্চ শুরু হওয়া 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর সমাপ্তি পর্বের শেষ অনুষ্ঠান। এতে সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, দেশজুড়ে ২ লক্ষেরও বেশি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রচারাভিযানের আওতায় স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নিরাপত্তা বাহিনীর উদ্দেশে নিবেদিত ২ লক্ষ ৩৩ হাজারেরও বেশি শিলাফলকম স্থাপন করা হয়েছে। আমাদের সাহসী বীরদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করে পঞ্চপ্রাণ শপথ, বসুধা বন্ধন, বীরোঁ কা বন্ধন-এর মতো নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণের সুবাদে 'মেরি মাটি মেরা দেশ' প্রচারাভিযানের প্রথম পর্যায়ে অভূতপূর্ব সাফল্য পাওয়া গেছে। ৩৬টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নিরাপত্তা বাহিনীর উদ্দেশে এপর্যন্ত নিবেদিত হয়েছে ২ লক্ষ ৩৩ হাজারেরও বেশি শিলাফলকম। ওয়েবসাইটে প্রায় ৪ কোটি পঞ্চপ্রাণ শপথ নিজস্বী আপলোড করা হয়েছে। দেশজুড়ে আয়োজন করা হয়েছে ২ লক্ষেরও বেশি বীর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের। বসুধা বন্ধন কর্মসূচির আওতায় ২ কোটি ৩৬ লক্ষেরও বেশি দেশীয় চারা রোপণ করা হয়েছে, গড়ে তোলা হয়েছে ২ লক্ষ ৬৩ হাজার অমৃত বাতিকা। দেশব্যাপী অমৃত কলস যাত্রার পরিকল্পনার মাধ্যমে এই প্রচারাভিযান এবার দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করতে চলেছে। এর লক্ষ্য হল দেশের প্রতিটি ঘরকে ছুঁয়ে যাওয়া। দেশের ৬ লক্ষেরও বেশি গ্রাম ও শহুরে এলাকা থেকে মাটি ও ধান সংগ্রহ করা হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন গ্রামের মাটি সংগ্রহ করে ব্লক স্তরে একটি কলসে তা রাখা হবে। রাজ্যগুলির রাজধানী থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় জ্ঞাপনের পর সেই কলসগুলি নিয়ে যাওয়া হবে দিল্লিতে। শহুরে এলাকায় বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে মাটি সংগ্রহ করে বড় পৌরসভাগুলিতে এনে তা মেশানো হবে। এর পর রাজ্যের রাজধানী হয়ে তা পাড়ি দেবে দিল্লিতে। অক্টোবরের শেষ নাগাদ চূড়ান্ত অনুষ্ঠানে সাড়ে ৮ হাজারেরও বেশি কলস দিল্লিতে পৌঁছবে বলে মনে করা হচ্ছে। দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা এই মাটি, 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর গৌরবদীপ্ত উত্তরাধিকার বহনকারী অমৃত বাতিকা ও অমৃত স্মৃতিসৌধে স্থাপন করা হবে।

২ পাতার পর

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতে ক্ষুব্ধ সুপ্রিম কোর্ট, তৈরি হবে সার্চ কমিটি

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সরকারের মধ্যে এখনও সংঘাতের আবহ। বেশ কয়েকদিন আগে ঠিক এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে। ওই মামলার সি ভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে একতরফা উপাচার্য নিয়োগের অভিযোগ করেছিল রাজ্য সরকার। ওই মামলার শুনানিতে শুক্রবার রাজ্য সরকারের আইনজীবী মনু সিংভি অভিযোগ করেন, বারবার আবেদন সত্ত্বেও রাজ্যপাল আলোচনায় বসার ক্ষেত্রে সাড়া দেননি রাজ্যপাল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনায় না বসায় বিচারপতিদের প্রশ্নের মুখে রাজ্যপালের আইনজীবী। পালটা রাজ্যপালের আইনজীবী অভিযোগের সুরে জানান, প্রকাশ্যে রাজ্যপালকে আক্রমণ করছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

২ পাতার পর

ডেঙ্গু সচেতনতায় দুয়ারে দুয়ারে ইংরেজবাজার পুরসভার কাউন্সিলর দুলাল সরকার

পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়ে নিজের ওয়ার্ডে প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে ডেঙ্গি সচেতনতামূলক প্রচার চালান। শুধু তাই নয়, জমে থাকা জল থেকে কিভাবে মশার লার্ভা জন্মাচ্ছে সেই বিষয়ে সচেতন করেন তিনি।

এই বিষয়ে কাউন্সিলর বলেন,'আমাদের এদিকে আর এই ওয়ার্ডগুলোতে যদিও এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের কোন খবর নেই তবুও ডেঙ্গি মোকাবিলায় আমরা সতর্ক। আমাদের পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা প্রতিদিন প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে প্রচার চালাচ্ছি সাথে আমাদের সাথে রয়েছেন পুরসভার ডেঙ্গু প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সদস্যরা সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মীরাও তারাও বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন পাশাপাশি সচেতনতার প্রচার চালাচ্ছেন'।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ২৫৬ সংখ্যা ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শনিবার ২৯ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

১৫ লক্ষ সবুজসাথী সাইকেল পেতে চলেছে বাংলার স্কুল পড়ুয়ারা

বাংলার বুকে স্কুলে স্কুলে মেয়েদের পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া ঠেকাতে এবং অবশ্যই বাল্যবিবাহ ঠেকাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালু করেন 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প যা রাজ্যের তো চূড়ান্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে সেই সঙ্গে দেশ ও বিশ্বজুড়েও বন্দিত ও প্রশংসিত হয়।তবে প্রতিবারের মত এবারও বাড়তি সাইকেল পড়ে থেকে থেকে নষ্ট যাতে না হয়, সেজন্য বাংলার শিক্ষার পোর্টাল থেকে উপভোক্তাদের সংখ্যার তালিকা স্কুলগুলি তাদের মতো করে মিলিয়ে পড়ুয়াদের নাম নথিভুক্ত করেছে। তাতে বেশ কিছু জেলায় লক্ষাধিক পড়ুয়াকে সাইকেল দিতে হবে। যেমন দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এই সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার পড়ুয়াকে সাইকেল দিতে হবে। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত ১১ কোটির বেশি সাইকেল বিলি করেছে সরকার। দেশের আর কোনও রাজ্য সরকার স্কুল পড়ুয়াদের হাতে এত সংখ্যক সাইকেল বছর বছর তুলে দেয় না। এই সাইকেল প্রদানের জেরে স্কুলছুটের পরিমাণ যে গ্রাম বাংলার বুকে অনেকটাই কমেছে, বিশেষ করে মেয়েদের সেটা নানা সমীক্ষায় ইতিমধ্যেই উঠে এসেছে।একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী চালু করেন 'সবুজসাথী' প্রকল্প যার মাধ্যমে স্কুল পড়ুয়াদের সাইকেল দেওয়া হয়। এবার সেই সবুজসাথী প্রকল্পের নবম দফার মাধ্যমে ১৫ লক্ষ সাইকেল বিলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এই সংখ্যক সাইকেল সরবরাহ করার জন্য ইতিমধ্যেই টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। গতবারের চেয়ে এবার এই সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে। স্কুলগুলি থেকে আসা রিপোর্ট পরীক্ষা করার পর কোন জেলায় কত সাইকেল পাঠানো হবে, সেটা ঠিক করা হয়েছে। তবে স্কুলে স্কুলে সাইকেল বিলির কাজ শুরু হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে। কারণ যে সংস্থা সাইকেল সরবরাহ করার বরাত পাবে, তারা সেগুলি তৈরি করে পাঠাতে আরও কয়েক মাস নেবে।এবার সবুজসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুল পড়ুয়াদের সাইকেল বণ্টনের জন্য প্রতিটি ব্লকে একটি করেই 'ডেলিভারি পয়েন্ট' চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ বিগত বছরগুলিতে দেখা গিয়েছে, একাধিক জায়গায় সাইকেল নামানোর ব্যবস্থা করার ফলে নানা রকমের জটিলতা তৈরি হয়েছিল। তাই এবার যাতে সেরকম পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি না হয়, সে কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর আগে সবুজসাথী প্রকল্পের অষ্টম দফায় ১২ লক্ষ পড়ুয়াকে সাইকেল দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সাইকেল পেয়েছে ১১ লক্ষ ৩৩ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী। আগের দফায় বেশ কিছু জেলায় ঘাটতি দেখা দেওয়ায় সবাইকে সাইকেল এখনও দেওয়া যায়নি। তাই যেখানে কম সাইকেল সরবরাহ হয়েছিল, সেখানে এবারে অতিরিক্ত সাইকেল দিয়ে ঘাটতি মিটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে জেলাগুলি। সেই সূত্রেই এবার সাইকেলের সংখ্যা বেশি হচ্ছে।

অনুব্রত মণ্ডলের জন্য ফের দুঃসংবাদ!

আদালত যা জানাল, মুষড়ে গেলেন তৃণমূল নেতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পিছিয়ে গেল অনুব্রত মণ্ডলের জামিনের শুনানির মামলা। গরু পাচার মামলায় সিবিআই-এর গ্রেফতারির প্রেক্ষিতে জামিনের আবেদন করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অনুব্রত। এর আগে নিম্ন আদালত এবং হাইকোর্টে জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে।এক দুই মাস নয়, টানা চারমাস পিছিয়ে গেল শুনানি। সূত্রের খবর, ২০২৪ সালের ১০ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি। যার ফলে কার্যত দুর্গাপুজোর মরশুমে জেলেই কাটাতে হবে অনুব্রত কন্যা সুকন্যা মণ্ডলকে। এই পরিস্থিতিতে এবার পুজোতে তিহাড়েই থাকতে হবে সুকন্যাকে। এরই মধ্যে অনুব্রত মণ্ডলের জামিনের আবেদন মামলার শুনানিও পিছিয়ে গেল।বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোস এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদির এজলাসে শুনানি তালিকাভুক্ত ছিল এই মামলা।গরুপাচার কাণ্ডে গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডল গত কয়েকমাস যাবত তিহাড় জেলে বন্দি। বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা শারীরিক অসুস্থতার কথা জানিয়ে বার বার জামিনের আবেদন জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। একের পর এক তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত। এদিকে একই জেলে বন্দি আছেন অনুব্রত কন্যা সুকন্যাও। পুজোর মুখে সুকন্যার জন্য খারাপ খবর সামনে এসেছে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

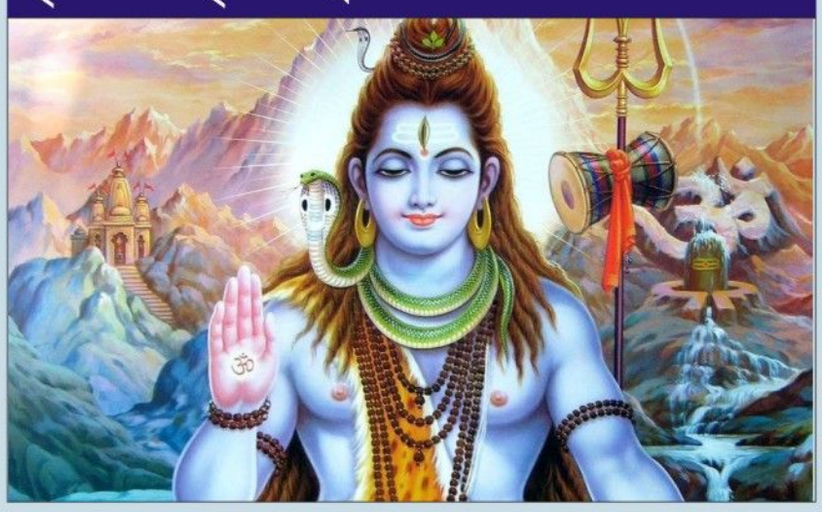

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই বলে শিব অদৃশ্য হলেন।ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁদের রাজহংস ও বরাহের রূপ পরিত্যাগ করলেন। তবেই পুরাণ-লোকশ্রুতি অনুসারে শিব-গৌরীর বিয়ের স্থানটি উত্তরাখণ্ডে রুদ্রপ্রয়াগ জেলার ত্রিযুগীনারায়ণ গ্রামে। মন্দাকিনী ও শোনগঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই পৌরাণিক জনপদটি ছিল হিমালয় রাজার রাজধানী। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বেদান্ত দর্শনের উৎস ও বিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পঞ্চম পর্ব)

ধরলেন 'অজা' (ছাগলী)-র রূপ, পুরুষটি হলেন 'অজ' (ছাগল), নারী ধরলেন 'অবা' (মাদী ভেড়া)-র রূপ, পুরুষটি হলেন 'মেষ'। এইভাবে ছোট্ট পিপীলিকা পর্যন্ত যতো-রকমের প্রাণীর রূপের মধ্যেই আত্মগোপন করুন না কেন নারী নিষ্কৃতি পেলেন না মৈথুনের হাত থেকে। সৃষ্টির আনন্দ প্রজাপতির মনে তখন লহরীর পর লহরী তুলে চলছিলো অবিরাম। মানুষ থেকে শুরু করে প্রাণী জগতের শেষ মিথুন প্রাণীটুকু পর্যন্ত এইভাবেই সৃষ্ট হলো।' (বৃহদারণ্যক: ১/৪/৪)। 'প্রজাপতি তাঁর সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে খুবই আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন। ভাবলেন- কে এই সৃষ্টির স্বরূপ? সে তো আমি। যা কিছু সৃষ্টি সবকিছু তো আমারই সৃজন। আমিই স্রষ্টা, আমিই সৃষ্টি। তাই তিনিই হলেন সৃষ্টি। সৃষ্টিতত্ত্বকে যিনি এইভাবে জানতে পারেন, সৃষ্টির মধ্যে তিনিই হতে পারেন স্রষ্টা, প্রজাপতি।' (বৃহদারণ্যক: ১/৪/৫)।

সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে একাত্ম করে ধীরে ধীরে এক অদ্বৈত সত্তার উপলব্ধি উপনিষদীয় ঋষিদের চিন্তাজগতে যে অনেকটাই দানা বেঁধে উঠছিলো তা উপনিষদীয়-সাহিত্যে অপ্রকাশ্য নয়। বৃহদারণ্যকেই বলা হয়েছে -'প্রথমে সবই ছিলো অব্যাকৃত, অসৎ, অমূর্ত। বীজের অভ্যন্তরে ছিলো একাকার হয়ে। ছিলো না নানা নামে, নানা রূপে তার বহিঃপ্রকাশ। সৃষ্টির অভিলাষে, লীলা-বিলাসে, আনন্দের অভিসারে সেই এক তিনি হলেন ব্যাকৃত, ব্যক্ত, প্রকাশিত- হলেন নাম ও রূপ নিয়ে বহু। পৃথক পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে তিনিই হয়েছেন বহু। হলেন 'ইদং'- অর্থাৎ, এই। প্রত্যেকের অভ্যন্তরে তাই তাঁরই অধিষ্ঠান। নামে রূপে এই প্রকাশের ফলেই জগতের প্রতিটি বস্তুও এক-এক নাম, এক-এক রূপ। চিহ্নিত করে এই বলে- 'এর এই নাম', 'এটির এই রূপ'। ক্ষুরের খাপে যেমন ক্ষুর, কাঠে যেমন বিশ্বম্ভর অগ্নি অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে, দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত তেমনিভাবে তিনি (সেই লীলাভিলাষী) আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আছেন। বাইরের এই চোখ দিয়ে তাঁকে দেখা যায় না। এই চোখ যা দেখে তা সবই 'অকৃৎস্ন'- অপূর্ণ, খণ্ডরূপ। কর্মরত অবস্থায় আত্মা কতো কর্মই না করে চলেছেন। ভিন্ন ভিন্ন কর্মের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন নামে তিনি নিজেকে প্রকাশ করছেন। যখন প্রাণন অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করছেন, তখন তিনি প্রাণ। যখন কথা বলছেন, তখন বাক । যখন দেখছেন, তখন চক্ষু। যখন শুনছেন, তখন কর্ণ। যখন মনন করছেন, তখন মন। সেই এক তিনি অথচ কর্মভেদে কতোই না নাম, এই কারণে যে আত্মাকে পৃথক ভেবে উপাসনা করে, সে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব জানে না। যা পৃথক, তা অপূর্ণ। সবসময়ই উপাসনা করতে হবে এই ভেবে যে 'ইনি আত্মা'। তখন পৃথক সত্তার অস্তিত্ব নিয়ে যাবে সমষ্টিতে, অপূর্ণতা পাবে পূর্ণতা, খণ্ড অখণ্ডের আনন্দে মধুর হয়ে উঠবে। কারণ, সবই আত্মার মধ্যে এক সেই আত্মাই 'পদনীয়' অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বা অনুসন্ধানের একমাত্র বস্তু। নানা নামে রূপে যিনি নিজেকে প্রকাশ করে রেখে নিজে অদৃশ্য হয়ে আছেন, তাঁকে জানতে পারলে সবই জানা হয়ে যায়। আত্মতত্ত্বকে যিনি এইভাবে জানেন, তিনি অবশ্যই কীর্তিমান, যশস্বী হন।' (বৃহদারণ্যক: ১/৪/৭)।

এই যে সমগ্র বিশ্বজগৎ একই পরম সত্তার বিভিন্ন প্রকাশ, জগতের সব কিছুর মূলে এক চৈতন্য সত্তা অস্তিত্ববান, তিনিই সেই পরম পুরুষ। উপনিষদীয় চিন্তাসূত্রে তাঁকেই ব্রহ্ম নামে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। তিনিই জগতের আদি, তিনিই জগতের সকল কিছুর অধিষ্ঠান, এই উপলব্ধির সাথে একাত্ম হওয়াই উপনিষদীয় দার্শনিক ভাবনার বহিঃপ্রকাশ-'এই জগৎ আগে ব্রহ্মরূপেই ছিলো, ছিলো ব্রহ্মময়। সর্বশক্তিমান তিনি যে মুহূর্তে নিজেকে নিজে জানালেন-'অহং ব্রহ্মাস্মি'- অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্ম', অমনি তিনি সবকিছু হয়ে সর্বাত্মক হলেন। দেবতাদের মধ্যেও যিনি নিজেকে ব্রহ্ম সদৃশ বলে জেনে জাগ্রত হলেন, তাঁরাও সর্বাত্মক হয়েছিলেন। অতএব ঐ একইভাবে ঋষি ও মনুষ্যের মধ্যে যিনি নিজেকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলে জানেন তিনিই এই সব হন। ঋষি বামদেব ব্রহ্মজ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে বলেছিলেন- 'আমি মনু হয়েছিলাম'; 'আমিই সূর্য হয়েছিলাম'। যিনি নিজেকে নিশ্চিত ভাবে জানেন 'আমি ব্রহ্ম', তিনি এইরকমই হন। কারণ তাঁর আত্মা তখন সর্বব্যাপী। তাই দেবতারও সাধ্য থাকে না তাঁর বিরুদ্ধে যাবার বা তাঁর ক্ষতি করার। আর ব্রহ্মজ্ঞানে অজ্ঞানী মানুষ যাঁরা দেবতাকে নিজেদের থেকে স্বতন্ত্র ভেবে আরাধনা করেন তাঁরা জানে না যে, তাঁরা দেবতার নিকট পশুর তুল্য। এক এক দেবতার উপাসনা করেই তারা জীবনকে ধন্য মনে করে। মানুষ যেমন পশু-গৌরবে গৌরব-বোধ করে, দেবতারাও তেমনি একই রকমের মানুষ-পশু পেয়ে খুশিই থাকেন। একটি পশু চুরি গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে মানুষের যেমন ক্ষতি বোধ হয়, দেবতাদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। কোন সেবক মানুষ-পশু যদি নিজেকে একবার পশুত্ব-পাশ থেকে মুক্ত করে তত্ত্বজ্ঞ, আত্মজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে ওঠে, তাহলে দেবতারা তার সেবা আর পেতে পারে না। তাই দেবতারা চান না, মানুষ ব্রহ্মজ্ঞ হোক, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করুক।' (বৃহদারণ্যক: ১/৪/১০)।

এখানে দেবতাদের প্রতি উপনিষদীয় ঋষির উপরিউক্ত মনোভাব বেশ কৌতুহলোদ্দীপক হলেও তা যে অযৌক্তিক ছিলো না তা বুঝতে এখানে উল্লেখ্য যে, বেদের সুপ্রাচীন অংশের কয়েকটি সূক্তের মধ্যে, যেমন নাসদীয় সূক্ত, বৈদান্তিক ভাবনার কিঞ্চিৎ সন্ধান পেলেও, প্রাচীন আর্য ভারতীয়রা যাগযজ্ঞ এবং অনুষ্ঠানাদির উপরই বেশি গুরুত্ব দিতেন। যজ্ঞীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আধ্যাত্ম ফলপ্রাপ্তির প্রতি প্রচণ্ড আস্থা ও বিশ্বাস রেখে পুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা এইসব দীর্ঘমেয়াদী ও অতি ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞাদির খুঁটিনাটির উপর এতোটা গুরুত্ব আরোপ করতেন যে, এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ পরবর্তী কালের যুক্তিবাদী মননশীল ব্যক্তিরা যজ্ঞীয় ক্রিয়াকাণ্ডের ফলের উপর সন্দিহান হয়ে উঠেন এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁরা আধ্যাত্মিক সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হন এবং পার্থিব সমস্যার ভিন্ন ভিন্ন সমাধানে উপনীত হন। বেদের সূক্তভাগে যে বেদান্ত ভাবনা বীজাকারে নিহিত ছিলো, তা-ই কালক্রমে বিবর্ধিত হয়ে উপনিষদ আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে কর্মকাণ্ডের চাইতে জ্ঞানকাণ্ডই হয়ে উঠে মুখ্য।

বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের আচার অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাব ব্যক্ত করার নেতৃত্বে ছিলেন ক্ষত্রিয়রাই। চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে আর্য ভারতীয়রা যে খুবই বলিষ্ঠ ও সাহসিক চিন্তাবিদ ছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সত্যের তত্ত্ব নির্ণয়ে তাঁরা কোনো কিছুকেই ধর্মবিরুদ্ধ কার্য বলে মনে করতেন না। ফলে উপনিষদের প্রারম্ভ যুগেই বেদের মধ্যে বৈদিক ধর্মাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরও সন্ধান পাওয়া যায়। যুক্তিবাদের প্রবল বন্যার ফলেই অতি বিরুদ্ধ চার্বাক বা লোকায়ত মতবাদের মতো অনেকগুলি মতবাদের আবির্ভাব ঘটে, দার্শনিক ভাবনায় যেগুলি ছিলো অত্যন্ত বস্তুবাদী এবং ধর্ম-বিরোধী। ফলে যজ্ঞীয় পুরোহিত-বৃত্তি টিকিয়ে রেখেও সেইসব বিরোধী ভাবনাকে প্রতিহত করাটা ছিলো উপনিষদীয় চিন্তকদের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ। আর এভাবেই উপনিষদে দার্শনিক ভাবনার প্রকাশ ঘটাতে গিয়েই ব্রহ্মবাদের উত্থান হয়েছে বলে মনে করা হয়। যদিও উপনিষদগুলি বিভিন্ন কালে রচিত হয়েছিলো বলে উপনিষদে আলোচিত দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে মূলগত ঐক্য থাকলেও কোনো কোনো বিষয়ে মতভেদও দেখা যায়। এখানে উল্লেখ্য, প্রাচীন ত্রয়ীবিদ্যার অন্যতম যজুর্বেদের দুটি ভাগ- কৃষ্ণযজুর্বেদ ও শুক্লযজুর্বেদ। কৃষ্ণযজুর্বেদকে বলা হয় তৈত্তিরীয় সংহিতা আর শুক্লযজুর্বেদকে বলা হয় বাজসনেয়ী সংহিতা। এই দুটি ভাগে রয়েছে তিনটি শাখা এবং দুটি ব্রাহ্মণ। শাখা তিনটি হলো- তৈত্তিরীয়, মাধ্যন্দিন এবং কাণ্ব। আর ব্রাহ্মণ দুটির মধ্যে শুক্লযজুর্বেদের ব্রাহ্মণের নাম- শতপথ ব্রাহ্মণ, এবং কৃষ্ণযজুর্বেদের ব্রাহ্মণের নাম- তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ। মাধ্যন্দিন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

'পুষ্পা-২' সিনেমা মুক্তির তারিখ ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অনেক অপেক্ষার সমাপ্তি শেষে ঘোষণা করা হয়েছে দক্ষিণী সুপার স্টার আল্লু অর্জুনের 'পুষ্পা-২' সিনেমা মুক্তির তারিখ। আগামী বছর প্রেক্ষাগৃহে আসছেন আল্লু অর্জুন তার 'পুষ্পারাজ' রূপে।

২০২১ সালে মুক্তি পায় 'পুষ্পা: দ্য রাইজ'। এ সিনেমার জন্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পান আল্লু অর্জুন। সেরা সংগীত পরিচালকের জাতীয় পুরস্কারও আসে এ সিনেমার ঘরে। প্রথম সিনেমা শেষ ভাগেই ঘোষণা করা হয় দ্বিতীয় ভাগের কথা। তবে সেই সিনেমার কাজ পিছিয়ে যায় বারবার।

অবশেষে ১১ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হয়েছে আগামী বছর ১৫ অগাস্ট মুক্তি পাবে 'পুষ্পা-২'। প্রযোজনা সংস্থা 'মৈত্রী মুভি মেকার্স'র পক্ষ থেকে থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করা হয় 'পুষ্পা-২' সিনেমার মুক্তির তারিখ।

সুকুমার পরিচালিত এ সিনেমায় অভিনেতা ফাহাদ ফাসিলকে তার পূর্ববর্তী চরিত্রেই ফিরতে দেখা যাবে। এস পি ভওয়ার সিংহ শেখাওযাতের চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি, এছাড়া রাশমিকা মান্দান্নাও ফিরবেন তার মল্লেটি শ্রীভল্লীর চরিত্রে।

পুষ্পার গল্প মূলত ১৯৯০ সালের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে। লাল চন্দনকাঠের চোরা ব্যবসার মাফিয়ার গল্প মূলত এ সিনেমা। পুষ্পার চরিত্রে দেখা গেছে আল্লু অর্জুনকে। এ সিনমোয় কেন্দ্রীয় খল চরিত্রে দেখা যাবে ফাহাদ ফাসিলকে।

এ সিনেমা যখন ২০২১ সালে মুক্তি পায়, তখন সাধারণ মানুষ করোনা আতঙ্কে ঘরে থাকতে বেশি পছন্দ করতেন। প্রেক্ষাগৃহে যাওয়ার অভ্যাস এক প্রকার চলেই গিয়েছিল সবার। সেই সময় দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহে নিয়ে যেতে সক্ষম হয় 'পুষ্পা: দ্য রাইজ'।

সেই আবহেও এ সিনেমার মুক্তি ঝড় তোলে বক্স অফিসে। কেবল দক্ষিণেই নয়, গোটা ভারতে ব্লকবাস্টার হিট হয় 'পুষ্পা', রীতিমতো সিনেমার গানগুলো ভাইরাল হয়ে যায়।

'গদর-২' সিনেমায় কত পারিশ্রমিক পেয়েছেন সানি দেওল?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতা সানি দেওলের 'গদর -২' সিনেমাটি বক্স অফিস মাতিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সিনেমাটির 'সাকসেস পার্টি'ও হয়েছে জমকালো পরিবেশে। এবার এ সিনেমার জন্য কত টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন, সেই তথ্যই জানালেন সানি দেওল।

জানা গেছে, এ সিনেমার জন্য ৫০ কোটি রুপি দাবি করেছিলেন সানি দেওল। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬৬ কোটি টাকা।

সম্প্রতি সানি দেওল জানান, 'তিনি এমন সিনেমায় কাজ করতে চান না যেখানে তাকে নিজেকে বোঝা মনে হয়।' তিনি আরও বলেন, 'সিনেমা যতই সফল হোক না কেন, অভিনেতাদের কত টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হবে তা নির্ভর করে প্রযোজকের ওপর।'

অন্যদিকে বিভিন্ন সূত্রের তথ্য মতে, সানি দেওল এ সিনেমার জন্য ৫০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক পেয়েছেন। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬৬ কোটি টাকা। তবে সিনেমার নায়িকা আমিশা প্যাটেল ও অন্যান্য অভিনেতারা কত টাকা পেয়েছেন তা এখনো জানা যায়নি।

এরই মধ্যে ৫০০ কোটি বেশি আয় করে ফেলেছে এ সিনেমা। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬৭০ কোটি টাকা। 'গদর: এক প্রেম কথা' বক্স অফিসে চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেছিল। মোট ১০০ কোটি রুপি বয়বসা করেছিল এ সিনেমা। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৩২ কোটি টাকা।

আমির খানের 'লাগান' সিনেমার সঙ্গেও রীতিমত প্রতিযোগিতা হয়েছিল এ সিনেমার। আর এবার বক্স অফিসে ঝড় তুলছে সানি দেওল ও আমিশা প্যাটেলের সিনেমা 'গদর-২'।

'গদর-২' সিনেমায় ১৯৫৪ থেকে ১৯৭১ সালের টাইমলাইন তুলে ধরা হয়েছে। সেই কারণেই অনেক আগে থেকেই এ সিনেমা দেখা অপেক্ষায় ছিলেন 'গদর এক প্রেম কথা'-র ভক্তরা।

কোন অভিনেতার কারণে 'বাজিরাও মাস্তানি' ছেড়েছিলেন ঐশ্বরিয়া?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : পরিচালক সঞ্জয় লীলা বানসালী পরিচালিত অন্যতম জনপ্রিয় ছবি 'বাজিরাও মাস্তানি'। ছবিতে জুটি বেঁধে কাজ করেছিলেন রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোন। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও। রণবীর ও দীপিকার বাস্তবের প্রেমের ঝলক দেখা গিয়েছিল পর্দাতেও। বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় জুটির রসায়নে মুগ্ধ হয়েছিলেন দর্শক থেকে সমালোচক, সবাই। তবে প্রাথমিকভাবে ছবির জন্য নাকি দীপিকাকে নয়, ঐশ্বরিয়াকে বেছেছিলেন বানসালী। মাস্তানির চরিত্রের জন্য নাকি চূড়ান্তও হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ছবিতে শেষমেশ কাজ করা হয়ে ওঠেনি তার। কেন?

প্রাথমিকভাবে 'বাজিরাও মাস্তানি' ছবির প্রস্তাব নিয়ে বানসালী ঐশ্বরিয়ার কাছে গেলে তাতে রাজি হয়েছিলেন তিনি। এর আগে বানসালী পরিচালিত 'হাম দিল দে চুকে সানাম' ও 'দেবদাস' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন তিনি। দু'টি ছবিতেই প্রশংসিত হয়েছিল তার অভিনয়। ফলে বানসালীর সঙ্গে ফের জুটি বাঁধতে আপত্তি করেননি তিনি। তবে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ছবির নায়ক। সেই কারণেই নাকি ছবিতে কাজ করতে রাজি হননি নায়িকা। শোনা যায়, ঐশ্বরিয়ার বিপরীতে সালমান খানকে বাজিরাও হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন পরিচালক। অতীত অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখেই নাকি সালমানের সঙ্গে কাজ করতে চাননি বচ্চন পরিবারের বউমা। সালমানের নাম না নিলেও করন জোহরের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট ভাষায় সেই কথাই জানিয়েছিলেন তিনি। 'হাম দিল দে চুকে সানাম' ছবিতে সালমানের সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করেছিলেন ঐশ্বরিয়া। পর্দার নেপথ্যেও সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল সালমান ও ঐশ্বরিয়ার। যদিও সেই সম্পর্ক বিশেষ সুখের ছিল না বলেই জানা যায়। ২০০৭ সালে অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন ঐশ্বরিয়া। তারপর থেকে আর কখনও সলমানের সঙ্গে কাজ করেননি তিনি।

মরক্কোর জন্য ভেঙে পড়েছেন নোরা, করছেন প্রার্থনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মরক্কোতে ভয়াবহ ভূমিকম্পে গ্রামের পর গ্রাম প্রায় নিশ্চিহ্ন। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৮০০ জনে। স্বজনহারা কান্নাই এখন মরক্কোর একমাত্র সঙ্গী। চলছে ধ্বংস্তূপ থেকে উদ্ধারের কাজ। দেশটিতে গ্রাস করে ফেলেছে দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে। জন্মভূমির এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে মুম্বাইয়ে বসে চোখের পানি ফেলছেন মরোক্কান সুন্দরী বলিউড অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী নোরা ফাতেহি।

দেশের মানুষের জন্য প্রার্থনা করছেন জানিয়ে এক ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে শোকাহত এই অভিনেত্রী লিখেছেন, 'মরক্কোয় ভূমিকম্পের খবর শুনে ভেঙে পড়েছি। কত শহর ছারখার হয়ে গেছে। কত মানুষের প্রাণ গেছে। মরক্কোর মানুষের কথা ভেবে আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত। সবাই সুরক্ষিত থাকুক, এটাই প্রার্থনা করছি। খুব ভয়ানক পরিস্থিতি। সৃষ্টিকর্তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার পরিবার, বন্ধুবান্ধব-স্বজনরা সবাই সুরক্ষিত রয়েছেন। যারা কাছের মানুষকে হারিয়েছেন, তাদের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।' সেই সঙ্গে প্রার্থনার ইমোজি জুড়ে দিয়ে নোরা আরও লিখেছেন, ইয়া রব রক্ষা করো।

শচীনকে টপকে

কোহলির নতুর রেকর্ড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে শতক হাঁকিয়েছেন বিরাট কোহলি। ৯৪ বলে খেলেছেন অপরাজিত ১২২ রানের ঝড়ো ইনিংস। আর তাতে শচীন টেন্ডুলকারকে টপকে ওয়ানডেতে দ্রুততম ১৩ হাজার রান করার রেকর্ড গড়েছেন কোহলি।

দ্রুততম ১৩ হাজার রানের ক্লাবে ঢুকতে শচীনের ইনিংস খেলতে হয়েছিল ৩২১টি। আর কোহলি তা করেছেন ২৬৭ ইনিংসে। এছাড়া শচীনের ওয়ানডে শতক ৪৯টি। আর পাকিস্তানের বিপক্ষে কলম্বোতে সোমবার কোহলি হাঁকিয়েছেন নিজের ৪৭ তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি। মাত্র ২৬৭ ইনিংসে এই মাইলফলকে পৌঁছান কোহলি। ৪৭তম ওয়ানডে সেঞ্চুরি করতে শচীনকে অপেক্ষা করতে হয়েছিলো ৪৩৫ ইনিংস পর্যন্ত। শচীনের চেয়ে ১৬৮ ইনিংস কম খেলে দ্রুততম ৪৭টি ওয়ানডে সেঞ্চুরির রেকর্ডও এখন কোহলির দখলে।

বর্তমানে কোহলির মোট সেঞ্চুরির সংখ্যা ৭৭টি। শচীনের একশ সেঞ্চুরির রেকর্ড স্পর্শ করতে হলে, আরও ২৩টি সেঞ্চুরি করতে হবে কোহলিকে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন উপস্থাপনায়

নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সাধারণত দল ঘোষণার পর আলোচনার মূল বিষয় হয়ে থাকে- দলে কারা আছেন কারা নেই, কেন আছেনকেন নেই- এই বিষয়। কিন্তু নিউজিল্যান্ড বোর্ড এমনভাবে দল ঘোষণা করেছে যে, সেই বিষয়টি ছাপিয়ে এবার উপস্থাপনা ধরনটিই বেশি আলোচিত হচ্ছে।

দল ঘোষণার পর থেকে ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে একটাই প্রশ্ন, এত সুন্দর করে কোনও ক্রিকেট বোর্ড কি এর আগে কখনো বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করেছে?

১৫ সদস্যের দল ঘোষণার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিডিও রিল পোস্ট করেছে এনজেডসি। তাতে একে একে কেউ তার বাবা, কেউবা তার স্বামী, কেউ আবার নিজের সন্তান বা নাতির বিশ্বকাপ দলে থাকার কথা ঘোষণা করেন।

শুরুতেই দেখা যায় একটি ছোট্ট শিশুকে। মায়ের কোলে বসা। তাকে শিখিয়ে দেওয়া কথাগুলো বলতে শোনা যায় এভাবে, "১৬১, আমার বাবা কেইন উইলিয়ামসন।" বুঝতে অসুবিধা হয় না, ওই শিশু উইলিয়ামসনের চার বছর বয়সী মেয়ে ম্যাগি। আর সে যার কোলে তিনি হলেন স্ত্রী উইলিয়ামসনের সারাহ রাহিম। উইলিয়ামসন হলেন- নিউজিল্যান্ড ওয়ানডে ইতিহাসের ১৬১ নম্বর খেলোয়াড়।

আর এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে কেটে গেল একটি শঙ্কা। চোট কাটিয়ে অনেকটাই সেরে উঠেছেন উইলিয়ামসন। ভারতেও তিনিই দলকে নেতৃত্ব দেবেন।

উইলিয়ামসন ফিরলেও বিশ্বকাপ দলে জায়গা হয়নি অভিজ্ঞ মার্টিন গাপটিলের। রাখা হয়নি টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান ফিন অ্যালেন, দুই পেসার অ্যাডাম মিলনে ও কাইল জেমিসনকেও।

ভারতের উইকেটের কথা মাথায় রেখে নেওয়া হয়েছে তিন স্পিনার। মিচেল স্যান্টনার, ইশ সোধির সঙ্গে আছেন স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার রাচিন রবীন্দ্র। পেস আক্রমণে ট্রেন্ট বোল্টুটিম সাউদির সঙ্গে আছেন লকি ফার্গুসন ও ম্যাট হেনরি। একমাত্র পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে রাখা হয়েছে জিমি নিশামকে। ২০১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে সুপার ওভার চলার সময় মারা যান নিশামের কৈশোরের কোচ জেমস গর্ডন; যিনি তার জীবনে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছেন। বেঁচে থাকলে হয়তো গর্ডনই নিশামের নাম ঘোষণা করতেন। সেটা হয়নি। তবে নিশামের নাম যিনি ঘোষণা করেছেন, তিনিও তাকে ক্রিকেটার হতে কম অনুপ্রাণিত করেননি। সেই তিনি নিশামের ৯৪ বছর বয়সী দাদি। নাতির নাম ঘোষণা করেছেন এভাবে, "ওডিআই ব্ল্যাককাপ নম্বর ১৭৭। সে আমার নাতি জেমস নিশাম।"

এভাবে কারও বাবামা, কারও বাগদত্তা নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপ দলে থাকা খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করেছেন।

পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়া উইলিয়ামসনের থাকার কথা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে আগামী ৫ অক্টোবর আহমেদাবাদে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে তার খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। বর্তমানে তিনি চোট থেকে সেরে ওঠার শেষ পর্যায়ে আছেন বলে জানা গেছে। নিউজিল্যান্ড দল: কেইন উইলিয়ামসন (অধিনায়ক), টম ল্যাথাম (সহ-অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), ট্রেন্ট বোল্ট, টিম সাউদি, ড্যারিল মিচেল, ডেভন কনওয়ে, মিচেল স্যান্টনার, ইশ সোধি, রাচিন রবীন্দ্র, উইল ইয়াং, গ্লেন ফিলিপস, লকি ফার্গুসন, মার্ক চ্যাপম্যান, জিমি নিশাম, ম্যাট হেনরি।

পল পগবাকে ফুটবল থেকে

'অস্থায়ীভাবে' নিষিদ্ধ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফ্রান্সের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার পল পগবাকে নিষিদ্ধ দ্রব্য সেবনের অভিযোগে ফুটবল থেকে 'অস্থায়ীভাবে' নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফ্রান্স জাতীয় দলের পাশাপাশি ইতালিয়ান ক্লাব জুভেন্তাসে খেলেন তিনি। জানা গেছে, নিষিদ্ধ দ্রব্যের উপস্থিতির বিষয়টি শতভাগ নিশ্চিত হতে পগবার দেহে আবারও পরীক্ষা চালানো হবে। আর এতে যদি এটির উপস্থিতি পাওয়া যায় তাহলে ৪ বছরের জন্য নিষিদ্ধ হতে পারেন তিনি।

ইতালির জাতীয় এন্টি-ডোপিং সংস্থা জানিয়েছে, গত ২০ আগস্ট উদানিসের বিপক্ষে জুভেন্তাসের ম্যাচের পর পরীক্ষা করে পগবার দেহে উচ্চমাত্রায় টেস্টোস্টেরন পাওয়া যায়। ৩০ বছর বয়সী ফরাসি এ ফুটবলার ওইদিনের ম্যাচে খেলেননি। কিন্তু ম্যাচ পরবর্তী মাদক পরীক্ষার অংশ হিসেবে সেদিন তার স্যাম্পল নেওয়া হয়েছিল।

সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, পগবা ডোপিং বিরোধী আইন ভঙ্গ করেছেন। গত ২০ আগস্ট পরীক্ষা করে তার দেহে নিষিদ্ধ ননএনডোজেনাস টেস্টোস্টেরন মেটাবোলিটস্থ পাওয়া গেছে। টেস্টোস্টেরন হলো এক প্রকার হরমোন, এটি খেলোয়াড়দের মাঠের স্থায়ীত্ব বাড়াতে সহায়তা করে।

এদিকে, ২০২২ সালের জুলাইয়ে পগবাকে আবারও ৪ বছরের জন্য দলে ভেড়ায় জুভেন্তাস। তবে এরপর থেকে বারবার ইনজুরিতে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। এই ইনজুরির কারণে গত বছর কাতার বিশ্বকাপেও খেলতে পারেননি পগবা।

ইউরো বাছাইতেও

জয়বঞ্চিত ইতালি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কোচ পরিবর্তন হয়েছে। রবার্তো মানচিনির পরিবর্তে ইতালি ফুবলের দায়িত্বে এখন ন্যাপোলিকে সিরি-এ জেতানো কোচ লুসিয়ানো স্পালেত্তি। কিন্তু ইতালি ফুটবলের ভাগ্য পরিবর্তন হলো না। ঠিকই জয় বঞ্চিত থাকতে হলো তাদের। ইউরো বাছাই পর্বে উত্তর মেসিডোনিয়ার সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করতে হলো আজ্জুরিদের।

টানা দুটি বিশ্বকাপ খেলতে পারেনি। তবে সর্বশেষ ইউরোতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইতালি। কিন্তু এবার পয়েন্ট টেবিলে যে অবস্থায় রয়েছে, তাতে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসেবে না আবার টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বের আগেই ছিটকে পড়ে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা?

'সি' গ্রুপে ইতালি রয়েছে ইংল্যান্ডের সঙ্গে। ৫ ম্যাচ শেষে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে সবার শীর্ষে রয়েছে ইংলিশরা। ৪ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইউক্রেন। ইতালি রয়েছে ৩ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে। তাদের সুবিধা হলো, ম্যাচ খেলেছে কম। বাকি ম্যাচগুলো জিততে পারলে হয়তো একটা সম্ভাবনা থাকবে।

মূলত, ইতালির সর্বনাশ করেছে উত্তর মেসিডোনিয়ার অধিনায়ক এনিস বার্ধির অসাধারণ এক ফ্রি-কিক। ম্যাচের ৮১তম মিনিট পর্যন্ত ১-০ গোলে এগিয়ে ছিলো ইতালি। ৪৭তম মিনিটে সিরো ইমোবিলের গোলে এগিয়ে যায় তারা। কিন্তু ৮১তম মিনিটে এসে দুর্দান্ত এক ফ্রি-কিকে ইতালির জালে বল জড়িয়ে দেয় মেসিডোনিয়া। তাদেই ম্যাচ শেষে হলো পয়েন্ট ভাগাভাগি।

ম্যাচের শুরু থেকেই প্রভাব বিস্তার করে খেলছিলো ইতালিয়ান চ্যাম্পিয়নরা। প্রথমার্ধে গোল না পেলেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আক্রমণের ধারাবাহিকতায় গোল পেয়ে গেলেন সিরো ইমোবিলে। দুর্দান্ত এক হেডে গোল করেন তিনি। এর একটু পরই নিকোলাস বারেল্লার একটি দারুণ শট ফিরে আসে বারে লেগে।

৮১তম মিনিটে স্বাগতিক দর্শকদের আনন্দে ভাসান এনি বার্ধি বক্সের একটু বাইরে থেকে নেয়া ফ্রি-কিকটি ইতালির জালে জড়িয়ে দিয়ে।

ইতালির কোচ হিসেবে স্পালেত্তির এটা ছিল প্রথম ম্যাচ। প্রথম ম্যাচটা জয়ে রাঙাতে পারলেন না তিনি। তবে, ম্যাচ শেষে হতাশাও প্রকাশ করেননি। তিনি বলেন, 'আমরা সামান্য সময়ের জন্য পিছিয়ে পড়েছিলাম এবং তাতেই গোল হজম করতে হলো। তবে, আমরা দারুণ খেলেছি।'

ইউক্রেনের সঙ্গে ড্র ইংল্যান্ডের

ইউরো বাছাইয়ে 'সি' গ্রুপেরই অন্য ম্যাচে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ ইউক্রেনের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে ইংল্যান্ড। ওয়ার্কলর তারজিকনস্কি স্টেডিয়ামে ম্যাচের ২৬তম মিনিটেই গোল করে এগিয়ে যায় ইউক্রেন। ওলেকজান্ডার জিনচেঙ্কো ২৬তম মিনিটে গোল করে এগিয়ে দেশকে। ৪১তম মিনিটে গোল করে ইংল্যান্ডকে সমতায় ফেরান কাইল ওয়াকার।

দ্বিতীয়ার্ধে দুই দল আর কোনো গোলই করতে পারেনি। যার ফলে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে নিয়েছে দু'দল। 'সি' গ্রুপে ৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ইংল্যান্ড। ৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ইউক্রেন।

দুই পেসারের বন্ধুত্ব:

বুমরাহর নবজাতকের জন্য কী উপহার দিলেন শাহিন?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দুই দেশের সরকারে-সরকারে দ্বন্দ্ব, বোর্ডে বোর্ডে দ্বন্দ্ব। ক্রিকেট মাঠে ক্রিকেটারদের মধ্যেও যে দ্বন্দ্ব একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু ভারত-পাকিস্তানের অধিকাংশ ক্রিকেটারের মধ্যেই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। ওয়াগা সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া, তাদের হৃদয়ে কখনো পার্থক্য হয়তো সৃষ্টি করতে পারেনি।

সে কারণেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে দুই দলের ক্রিকেটাররা একে অপরের সামনে আসলে কুশল বিনিময় করে, একে অপরের সঙ্গে হেসে কথা বলে। ছবি তোলে।

সব বৈরি সম্পর্ক ছাপিয়ে এই দুই দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে যে আরও বেশি সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজমান তা দেখিয়ে দিলেন পাকিস্তানি পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি। ভারতীয় ক্রিকেট দলের মধ্যে নতুন পিতৃত্বের স্বাদ পাওয়া জসপ্রিত বুমরাহকে ডেকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পাক পেসার। শুধু তাই নয়, নবজাতকের জন্য উপহারও দিলেন তিনি।

এশিয়া কাপে ভারতীয় দলে ছিলেন বুমরাহ। পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচেও দলে ছিলেন তিনি। কিন্তু নেপালের বিপক্ষে ম্যাচের আগেই দেশে ফিরে যান এই ভারতীয় পেসার। কারণ, তার স্ত্রী সন্তান প্রসবের সময় চলে এসেছিলো। স্ত্রীর পাশে থাকতেই দেশে ফিরে যান বুমরাহ।

তার স্ত্রী সঞ্জনা গণেশন পূত্র সন্তানের জন্ম দেন। এরপর নতুন পিতৃত্বের স্বাদ নিয়ে আবার পিরে আসেন শ্রীলঙ্কায় এবং পাকিস্তানের বিপক্ষেই সুপার ফোরের ম্যাচে ভারতীয় একাদশে ফিরে আসেন তিনি।

রোববার কলম্বোয় বৃষ্টির কারণে পুরো ম্যাচ খেলা হয়নি। খেলা গড়িয়েছে সোমবার রিজার্ভ ডে'তে। খেলা শুরুর আগেই বুমরাহর হাতে উপহার তুলে দিলেন শাহিন।

টুইটারে (এখন এক্স) পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড একটি ভিডিও পোস্ট করে। সেখানে দেখা যাচ্ছে বুমরাকে ডেকে তার হাতে উপহার তুলে দিচ্ছেন শাহিন। পাক পেসার বলেন, 'তোমার সন্তানকে আল্লাহ রহম করুন। এক দিন সে বুমরা হয়ে উঠবে এই আশা করি।'

এরপরই দু'জনই হাতে হাত মেলান। শুভেচ্ছা এবং উপহারের বিমিনয়ে বুমরাহও শাহিনকে হাসি উপহার দেন এবং উল্টো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান।

ভিডিওতে দেখা গেছে, বুমরাহর হাতে একটি বক্স তুলে দিয়েছেন আফ্রিদি। যদিও সেই বক্সে কী ছিল, তা জানা যায়নি। বক্স যে প্যাকেটের মধ্যে ছিল, আফ্রিদি সেটাও তুলে দেন বুমরাহর হাতে।

৯ বছর পর পাকিস্তানের বিপক্ষে সেঞ্চুরি,

দ্রুততম ১৩ হাজার রান কোহলির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গ্রুপ পর্বের ব্যর্থ হলেও সুপার ফোরের ম্যাচে স্বমহিমায় ফিরলেন বিরাট কোহলি। পাকিস্তানের বিপক্ষে খেললেল অপরাজিত ১২২ রানের দারুণ ইনিংস। একই সাথে এক দিনের ক্রিকেটে ১৩ হাজার রানের ঘরে পৌঁছে গেলেন কোহলি। এই ফরম্যাটে দ্রুততম ব্যাটার হিসাবে এই অর্জন নিজের করে নিলেন তিনি।

রবিবার ৮ রানে অপরাজিত ছিলেন কোহলি। সোমবার রিজার্ভ ডে-র দিনে শুরু থেকেই চালিয়ে খেলতে শুরু করেন তিনি। কোহলির আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সামনে পাকিস্তানের বোলাররা দাঁড়াতেই পারেননি। হারিস রউফকে হারিয়ে এমনিতেই একটু চাপে ছিল পাকিস্তান। শাহিন আফ্রিদি, নাসিম শাহরা কোহলির আগ্রাসনের সামনে দাঁড়াতে পারেননি।

এ নিয়ে ২৭৭ ইনিংসে ১৩ হাজার রান করলেন কোহলি। টপকে গেলেন শচীন টেন্ডুলকরকে, যিনি ৩২১ ইনিংসে ১৩ হাজার রান করেছিলেন। শাহিনের বলে দু'রান নিয়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করেন কোহলি। পরের বলেই এক রান নিয়ে শতরান পূরণ করেন তিনি। এক দিনের ক্রিকেটে ৪৭তম শতরান হল কোহলির। শীর্ষে থাকা শচীনের থেকে আর দু'টি শতরান পিছনে তিনি।

এ ছাড়াও, এই শতরানের ফলে কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে টানা চারটি শতরান হল কোহলির। একটি স্টেডিয়ামে টানা সবচেয়ে বেশি শতরানের ক্ষেত্রে হাশিম আমলার সঙ্গে যৌথভাবে এক নম্বরে উঠে এলেন কোহলি। এর আগে কলম্বোর এই মাঠে ২০১৭ সালে দু'টি এবং ২০১২ সালে একটি শতরান করেছিলেন কোহলি।

আইএফএ শিল্ডে খেলবে বসুন্ধরা-মোহামেডান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : উপমহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ফুটবল টুর্নামেন্ট আইএফএ শিল্ডে খেলবে বাংলাদেশের দুই ক্লাব বসুন্ধরা কিংস ও মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। শনিবার পশ্চিমবঙ্গ ফুটবল সংস্থার সেক্রেটারি অনির্বাণ দত্ত ঢাকায় এসে বসুন্ধরা কিংস সভাপতি ইমরুল হাসানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গতকাল এ নিয়ে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হবে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের এই টুর্নামেন্ট। আইএফএ শিল্ড কাপের এবারের আসরে পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে বসুন্ধরা গ্রুপ। গত জানুয়ারিতে দুই বাংলা মিলে টুর্নামেন্ট করার উদ্যোগ নিয়েছিল আইএফএ। সে সময় বসুন্ধরা কিংসের কাছে চিঠি পাঠিয়ে টুর্নামেন্টের শুরুটা কিংস অ্যারেনায় আর ফাইনালটি কলকাতায় হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন অনির্বাণ দত্ত। টুর্নামেন্টটি কীভাবে হবে, সেটা হয়তো কিছুদিনের মধ্যে জানা যাবে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR